দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

31

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করার পরও

উত্তরাঞ্চলে প্রাথমিক স্কুলে শিশুদের উপস্থিতির হার সন্তোষজনক নয়

স্টাফ রিপোর্টার, *বগুড়া অফিস থেকে*

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করার পরও উত্তরাঞ্চলে প্রাথমিক স্কুলে শিশুদের উপস্থিতির হার এখনও সন্তোষজনক নয়। প্রতিটি থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হওয়ার পর '৯৩ সালের ২৯ জুলাই প্রথম পর্যায়ে ৬১টি জেলার ৪৩৫টি ইউনিয়নে ১টি করে স্কুলে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী পাইলট স্কীম হিসাবে নেয়া হয়। পরবর্তীতে প্রতিটি জেলার প্রতিটি থানার ১টি ইউনিয়নের সব স্কুলকে এ কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়। রাজশাহী বিভাগের শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর এক প্রতিবেদনের দেখা যায় এ বিভাগের ১শ' ২৩টি থানার ১২৩টি ইউনিয়নের ১ হাজার ৩শ' ১২টি প্রাথমিক স্কুলে মোট ৩ লাখ ৭৩ হাজার ৭শ' ১৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে ১ লাখ ৭৯ হাজার ৫শ' ৭৪ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষার জন্য খাদ্য সুবিধা পেয়েছে। এ রিপোর্ট '৯৪ জুন পর্যন্ত সময়ের। এ হিসাবে প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ ছাত্র-ছাত্রীই এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত। অর্থাৎ এই তিন ভাগের দুই ভাগ ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার সন্তোষজনক নয় অথবা এদের স্কুলে ধরে রাখা যায়নি। এ কর্মসূচীর নিয়ম হলো যেসব ছাত্র-ছাত্রীর ৮৫% উপস্থিতি থাকবে তারাই প্রতি মাসে ১৫ কেজি করে গম পাবে। কোন পরিবারের একাধিক ছেলেমেয়ে স্কুলে গেলে এবং লেখাপড়া অব্যাহত রাখলে ৩০ কেজি গম পাবে। এরপরও ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার কেন কম, সরকারী পর্যায়ে এ বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে না।

গত ২২ জুন ইউনিসেফের প্রোগ্রেস অব নেশনশস-এর উপস্থাপনকালে রাজশাহী বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার ওপর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিক্ষার ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী স্কুলে ভর্তি হলেও 'পর পর তিনদিন উপস্থিতির' নির্দেশক নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীর গড় উপস্থিতি শতকরা ৬০ ভাগ। এই হিসাবে ৪০ ভাগ ছাত্রছাত্রীকে এখনও স্কুলে ধরে রাখা যায়নি। মেয়ে শিশুদের লেখাপড়ার ওপর গুরুত্ব দেয়া হলেও মেয়ে শিশুর উপস্থিতির হার আরও হতাশাব্যঞ্জক। উত্তরাঞ্চলে ৬ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুর সংখ্যা ৪৩ লাখ ৮৭ হাজার ১শ' ৩২ জন। বালিকার সংখ্যা ২০ লাখ ৭৯ হাজার ২শ' ১৪ জন। এর মধ্যে '৯৪ সালে ৬ বছরের বেশি বয়সী মাত্র ১০ লাখ ৯৬ হাজার ৪শ' ১৬ জন বালক-বালিকাকে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়েছে। এর মধ্যে বালিকার সংখ্যা ৫ লাখ ১৮ হাজার ৩শ' ৬৩ জন। এক অনুসন্ধানে দেখা যায়, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু হওয়ার পর যেসব স্কুলে এই কর্মসূচী চলছে সেসব স্কুলে শিক্ষা প্রদানের মানও কমে গেছে। কেননা স্বল্পসংখ্যক শিক্ষকের একটি অংশকে মাসে নির্দিষ্ট ক'টি দিন ব্যস্ত থাকতে হয় গম উত্তোলন ও গম সরবরাহ নিয়ে। উত্তরাঞ্চলে শিক্ষকদের শূন্যপদও রয়েছে ১ হাজার ৫শ' ৬৫টি। এ পদগুলো এখনও পূরণ হয়নি। অন্যদিকে গত ২১ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হলেও উত্তরাঞ্চলে স্কুল বেড়েছে মাত্র ৩ ভাগ। অনুসন্ধানে আরও দেখা যায়, স্কুলের দূরত্বের কারণে ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতির হার বাড়েনি। মেয়ে শিশুদের টয়লেটের ব্যবস্থা না থাকায় এদের উপস্থিতির হারও সন্তোষজনক নয়। দেশে সরকারী প্রাথমিক স্কুলের পাশাপাশি মেয়েদের স্কুলও ২৫ হাজার ফিডার/সেটেলাইট স্কুল স্থাপনের কথা থাকলেও এ কাজেও অগ্রগতির চিত্র আশাব্যঞ্জক নয়। আবার উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ৩ হাজার ৫শ' ৭৬টি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এখনও অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।